



69827 - শরিয়তসম্মত ওসয়িতরে নমুনা কমন হব?

প্রশ্ন

ইন্টারনেটে বশে কিছু ওয়েবসাইটে ওসয়িতরে নমুনা পাওয়া যায়। সেগুলো কতটুকু বধৈ তা আমজিানতে চাই। ওসয়িতরে কী সুনর্দিষ্ট রূপ বা ধরন আপনাদরে কাছে রয়েছে?

প্রয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

বুখারী (২৭৩৮) ও মুসলমি (১৬২৭) কর্তৃক বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “কোন মুসলমি ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার ওসয়িতযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দুই রাত কাটাবে অথচ তার নকিট তার ওসয়িত লখিত থাকবে না।”

নববী রাহমাহুল্লাহ বলেন: “এই হাদীসে ওসয়িতরে প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, মুসলমির উক্ত বিষয়ে আদর্শ। কিন্তু আমাদের এবং অধিকাংশরে মাযহাব হলো ওসয়িত করা মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়। দাউদসহ কিছু যাহরীর মত হলো ওসয়িত করা উক্ত হাদীসরে কারণে ওয়াজবি। এই হাদীসে তাদের পক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। হাদীসটিতে স্পষ্টত আবশ্যকতার কথা বলা হয়নি। কিন্তু যদি কোনও মানুষরে ঋণ, অধিকার, আমানত বা অনুরূপ কিছু থাকে, তাহলে তার জন্য সে বিষয়ে ওসয়িত করা আবশ্যক হয়ে যাবে। শাফয়ী রাহমাহুল্লাহ বলেন: হাদীসটির অর্থ: মুসলমিরে বচিক্ষণতা ও নিরাপত্তার পরিচায়ক হলো তার কাছে নিজের ওসয়িত লখো থাকবে।

ওসয়িত আগভোগে করে ফলো মুস্তাহাব। সুস্থ অবস্থায় ওসয়িত লখিব। ওসয়িতরে ব্যাপারে সাক্ষীও রাখবে। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সেখানে লখিব। নতুন কোনও বিষয়ে ওসয়িতরে প্রয়োজন হলে সেটো সংযুক্ত করবে। তারা বলেন: প্রতিদিনেরে তুচ্ছ লেনদেন এবং বারংবার ঘটে যাওয়া ছোটখাট বিষয় লখো দায়িত্ব নয়।” [সমাপ্ত]

ওসয়িত দুই প্রকার:

ওয়াজবি ওসয়িত: ব্যক্তির দায়ে ও ব্যক্তির প্রাপ্য যে সকল অধিকার রয়েছে সেগুলোর বিবরণ সম্বলিত ওসয়িত। যমেন: ঋণ, করজ, তার কাছে সেঞ্চতি আমানত কথিবা মানুষরে জম্মায় তার থাকা কিছু অধিকার। এখানে নিজ সম্পদের সুরক্ষা ও নিজের দায় মুক্তির জন্য ওসয়িত করা ওয়াজবি।

মুস্তাহাব ওসয়িত: এটা হলো নছিক দান। যমেন: ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পদরে এক-তৃতীয়াংশ বা এর কম পরমাণ ওয়ারশি নয় এমন আত্মীয়েরে জন্ম বা অন্য কারো জন্ম ওসয়িত করা। অথবা দরদির-মসিকীন কথিবা কল্যাণকর খাতে দান করার মত নকে কাজে ওসয়িত করা। দেখুন, [ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দাইমাহ (১৬/২৬৪)]।

মানুষ তার পরিবারকে জানাযার সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিষয়ে ওসয়িত করতে পারে। যমেন: কে তাকে গোসল দিবে, কে তার জানাযা পড়াবে ইত্যাদি। তাদেরকে বদিত পরতিয়াগরে ওসয়িত করতে পারে। এছাড়া বলিপসহ অন্যান্য নষিদিধ বিষয়াবলি থেকে বরিত থাকার ওসয়িতও করতে পারে। বশিষেতঃ যদি সে জেনে থাকে যে তারা হয়তো এমন কিছু কাজে লিপ্ত হবে।

এর পক্ষ প্রমাণ হলো মুসলমিরে হাদীস (১২১), আমর ইবনুল আস রাদয়াল্লাহু আনহু মুমূরুশু অবস্থায় বলেন: “আমি মারা যাওয়ার পর কোনও বলিপকারিণী এবং (ধূপরে) আগুন যেন আমার সঙ্গী না হয়।”

তরিমযী (৯৮৬) ও ইবনে মাজাহ (১৪৭৬) বর্ণনা করেন, হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান রাদয়াল্লাহু আনহু বলেন: “আমি মারা গেলে তোমরা আমাকে নিয়ে কোনও ঘোষণা দিবে না। আমার আশঙ্কা হয় যে, এটা মৃত্যু সংবাদ প্রচার বলে ধরা হবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যুসংবাদ প্রচারে নষিধে করতে শুনছি।” [শাইখ আলবানী সহীহুত তরিমযীতে হাদীসটিকে হাসান বলছেন]।

আহমদ (১০১৪১) বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা রাদয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি মারা যাওয়ার পর তোমরা আমার কবরে তাঁবু টানাবে না। (ধূপরে) আগুন নিয়ে আমার পিছনে পিছনে আসবে না। আমাকে দ্রুত আমার রবের কাছে নিয়ে যাবে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি: নকেকার বান্দা বা ব্যক্তিকে খাটয়ি়া় রাখার পর সে বলতে থাকে: “তোমরা আমাকে সামনে এগিয়ে দাও। তোমরা আমাকে সামনে এগিয়ে দাও।” আর বদকার হল সে বলতে থাকে: “তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?” [শুয়াইব আরনাউত্ব মুসনাদ আহমদরে তাহকীকে হাদীসটিকে হাসান বলছেন]।

হাকমে মুস্তাদরাক বইয়ে (১৪০৯) বর্ণনা করেন, কাইস ইবনে আসমে রাদয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর সময় স্বজনদের ওসয়িত করেন: “আমি মারা যাওয়ার পর তোমরা আমাকে নিয়ে বলিপ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে বলিপ করা হয়নি।” হাকমে বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। তারা দু'জন (বুখারী ও মুসলিম) এটা বর্ণনা করেনি। যাহাবী তালখীস বইয়ে বলেন: হাদীসটি সহীহ।

এটা ছাড়া অন্যান্য হাদীস প্রমাণ করে যে, জানাযার সাথে জড়িত কিছু বিষয়সহ বলিপ থেকে সতর্ক করা বা অনুরূপ কাজে ওসয়িত করা বৈধ।

কিন্তু ওসয়িতের এমন কোনও নরিদ্ষিট নমুনা নই, যেটা মানুষকে মনে চলতে হবে। বরং মানুষ তার পরিবারের অবস্থা এবং



তার দায়ে ও তার প্রাপ্য য়ে অধিকারগুলো রয়েছে সেগুলোর উপযুক্ত ওসয়িত করবে, য়েমনটা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ হলো: এটা বশ্বাস করা যাবে না য়ে, ওসয়িতরে কিছু নর্দিদষ্ট বাক্য রয়েছে য়েগুলো একজন মানুষকে মনে চলতে হবে।

ফতোয়া বশ্বিয়ক স্থায়ী কমটিকে ‘হাযহি ওয়াসযিয়াতি আশ-শারইয্যাহ’ পুস্তকীয় উল্লখিত ওসয়িতরে বশ্বিয়ে জজ্জিঞসা করা হয়েছে। কমটি এর উত্তরে বলেন:

“উল্লখিত ওসয়িত পাঠ করে শরীয়তরে বপিরীত কিছু পাওয়া যায়নি। কন্টিতু প্রত্যকে ব্যক্তরি জন্য এভাবে ওসয়িতরে নমুনা প্রণয়ন করে মানুষরে মাঝে বতিরণ করলে ভুল ধারণা তরৈহবে য়ে, প্রত্যকে ব্যক্তরি জন্য উক্ত নমুনা অনুযায়ী ওসয়িত করা, এটা ক্রয় করা এবং মৃত্যুর পর য়ে তার সকল কছির দায়তিব নবি তাকে এটা দেওয়া মুস্তাহাব। অথচ এর প্রয়োজন নহে। কনেনা এতে উল্লখিত বধি-বধান ফকিহরে বইসমূহে রয়েছে। যার প্রয়োজন সে পড়ে নবি। এর জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং বতিরণ করার প্রয়োজন নহে। বশ্বিযেতঃ য়েহেতু আল্লাহর অনুগ্রহে এই অঞ্চলে জানাযার হুকুমরে ক্ষেত্রে মুসলমিদরে আমল সুন্নাহর অনুগামী।” [সমাপ্ত] [ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (১৬/২৮৯)]।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।